সন্তানের জন্য যৌথ পরিবার

নাগরিক জীবনে বর্তমান অবস্থায় একক না যৌথ পরিবার ভালো সে প্রশ্নে ভোটাভুটি হলে নিঃসন্দেহে সিংহভাগ ভোট পড়বে একক পরিবারের পক্ষে। আমি নিজেও ছিলাম সে দলে। ভাবতাম যৌথ পরিবারের সদস্যদের মাঝে সৎভাব থাকে না। নানা বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে শুরু হয় রেষারেষি, ঝগড়াঝাটি। এর চেয়ে যার যার মতো থাকাই ভালো। সম্প্রতি ইউনিসেফ আয়োজিত এক সেমিনারে গিয়ে আমার ভুল ভাঙল। জন্মের পর ৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে একক পরিবারের চেয়ে যৌথ পরিবার বেশি ভূমিকা রেখে থাকে। যৌথ পরিবারের একটি শিশু ভবিষ্যতে একক পরিবারের গড়ে ওঠা শিশুটির চেয়ে বেশি দৃঢ়চেতা হয়ে থাকে। যেহেতু সন্তানই পরিবারের প্রধান অবলম্বন তাই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আসুন আমরা সবাই মিলে একক নয়, যৌথ পরিবারের পক্ষে জনমত গড়ে তুলি। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যৌথ পরিবারের ছোট ছোট ত্রুটি এড়িয়ে যাই।

বিশ্বজিৎ দাস, নিউটাউন, দিনাজপুর-৫২০০

সওয়াব অর্জনের উপায়

৪ ফেব্রুয়ারি চারদলীয় জোটের মহা-সমাবেশ ছিলো রংপুরে। সমাবেশের শেষদিকে আগত লোকজন আসর নামাজের জন্য মাঠ ত্যাগ শুরু করলে ইসলামী ঐক্যজোটের নূরুল ইসলাম জেহাদী মাইক হাতে নিয়ে বলতে থাকেন– 'কেউ মাঠ ত্যাগ করবেন না। আমরা জেহাদে নেমেছি। এ সময় নামাজ কাজা করলে সওয়াব হবে।' ঘোষণার সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া, নাজিউর রহমান মঞ্জু, মতিউর রহমান নিজামীসহ আরো অনেকে। সওয়াব অর্জনের এরকম উপায় জানা ছিলো না।

সুলতানা শিখা
ফকিরপুর রোড, মাইজদী

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ হোক

সরকার 'পরিবেশের শত্রু' হিসেবে বিবেচিত পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন নিষিদ্ধকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আশির দশকে সর্বপ্রথম দেশীয় পাটজাতপণ্যকে পরাভূত করে সুলভ ও স্বল্পমূল্যের পলিব্যাগ বাজার দখল করে নেয়। সাধারণ ক্রেতাগণও এই দ্রব্যটিকে লুফে নেন। কিন্তু পলিথিন ব্যাগের ক্ষতির দিক সম্পর্কে ভোক্তাগণ সচেতন হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকলে নব্বই দশকের প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞমহল ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মুখ খোলেন। খাদ্য বাজারজাতকরণে ব্যবহৃত নানা বর্ণের পলিব্যাগ ফুড কনট্যাক্টের জন্য ক্ষতিকর। কালো রঙের পলিথিন উৎপাদনে ব্যবহৃত রঙ বা পিগমেন্ট খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে এলে খাদ্যমান বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া পলিব্যাগ পচনশীল না হবার ফলে এটি মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। অবিলম্বে জনস্বাস্থ্য বিরোধী এই পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হোক পরিবেশ ও মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে।

ফজলে এলাহী
অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ব.

ধর্মের নামে মানুষ হত্যা

সারা দেশ আজ ঘৃণা ও আশঙ্কায় মৌলবাদ এবং ফতোয়াবাজদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ধর্মের নামে এরা যেসব তাণ্ডবলীলা ঘটাচ্ছে তা কোনো ধর্মে আছে বলে মনে হয় না। দৈবক্রমে শায়খুল হাদীস উপাধি প্রাপ্ত এক সময়কার আদম ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ, রাজনীতিতে ঘোগদানের পর ধীরে ধীরে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান হয়ে উঠেন। মাওলানা আজিজুল হক ও মুফতি ফজলুল হক আমিনীর মতো কিছু ধর্মের লেবাসধারী অর্ধশিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তিরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে রক্তাক্ত করে তুলছে তাতে মনে হয়, এরাই যেন বাংলাদেশের রাজনীতির ধারক ও বাহক। ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ সারা দেশে রাজনীতির নোংরা স্বার্থসিদ্ধিতে এরা যেভাবে মাদ্রাসার ছাত্র ও মসজিদকে ব্যবহার করছে এতে সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আজ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তথাকথিত জেহাদ ঘোষণার নামে এরা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাচ্ছে। পাশাপাশি এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহারের জন্য টিকে আছে তা দিবালোকের মতোই সত্য। এদেশে মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো থেকে যে হারে অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার হচ্ছে এতে দেশের সত্যিকার ইসলাম ধর্ম আজ হুমকির সম্মুখীন। দেশের মৌলবাদ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তালেবান ও অন্যান্য উগ্র গ্রুপের যোগাযোগ আছে বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত। ধর্মের নামে মানুষ হত্যাকারীদের বিচার করা হোক।

সালেক খোকন
উত্তর কাফরুল, ঢাকা

ভাগ্যের পরিবর্তন

আমেরিকার পল, জন, হ্যারিরা স্বপ্ন দেখে বিল গেটস বা মাইকেল জর্ডন হওয়ার। আমরা স্বপ্ন দেখি একজন হাজারী বা হাসনাত হওয়ার। একজন সালমান এফ রহমান হবার। বিল গেটসদের সঙ্গে আমাদের সালমানদের ছোট্ট একটি পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল বিল গেটস নিজের উন্নতির সাথে সাথে জাতিকে উন্নত করছে। অন্যদিকে সালমানরা নিজের উন্নতির সাথে সাথে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এদেশে শিল্পপতি, মন্ত্রীদের সন্তানরা পড়ে ইউরোপ-আমেরিকায়, চিকিৎসার জন্য যায় লন্ডন, নিদেনপক্ষে ইন্ডিয়ায়। নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তানরা শিক্ষার জন্য যায় পাঠশালায় গ্রামের স্কুলে চিকিৎসার জন্য যায় ওঝা, বৈদ্যদের কাছে। হাতুড়ে ডাক্তাদের কাছে। দেশের মানুষের জীবনটাই বোধ হয় এমন। তারা থাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন, অন্ধকারে, তাদের অর্থ নাই, বিত্ত নাই, শক্তি-সামর্থ্য নাই। অথচ এদেশের জনপ্রতিনিধিরা কোটিপতি, বিপুল ধনসম্পদ ও ক্ষমতার মালিক। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে কি করে?

রেজওয়ানুল হক শোভন
জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

ডাক্তারি সেবামূলক পেশা

দেশের বেশ কটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ ঢাকায় প্রায় বারশত ডাক্তার ওএসডি (অফিসার ইন স্পেশাল ডিউটি) হিসেবে কর্মরত আছেন। এসব ডাক্তারের আবার দুই তৃতীয়াংশ বিভিন্নভাবে প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিশেষ করে কোনো ডাক্তারকে যখন বদলির নির্দেশ জারি করা হয় তখন তারা বদলির আদেশ ঠেকাতে না পারলে ওএসডি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য বড় কর্তাদের আশ্রয় নেয়, মূল কারণ, তারা কেউই গ্রামাঞ্চলে যেতে চায় না। সবাই ঢাকায় থাকতে চায়। শুধু তাই নয় বেশির ভাগই সারা মাস ধরে অফিসে না গিয়ে বেতন তুলছেন এবং ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে কাজ করছেন। অথচ গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সঙ্কট চলছে দীর্ঘদিন ধরে, যেখানে প্রতি থানায় নয়জন করে ডাক্তার থাকার কথা সেখানে চার থেকে পাঁচজনের বেশি ডাক্তার নেই। যার ফলে অধিকাংশ রোগীই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মারা যাচ্ছে বিনা চিকিৎসায়। ডাক্তারি সেবামূলক পেশা। অর্থ উপার্জন মূল উদ্দেশ্য হলে ডাক্তার আর কসাইদের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যাবে। জনগণের অর্থে শিক্ষার্জনের পরে, জনগণকে সেবাদানে অনীহা কারো কাম্য হতে পারে না। সেবায় মন অবশ্যই থাকতে হবে।

ইকবাল পাশা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ

গন্তব্য আমেরিকা

১৯ জানুয়ারির প্রচ্ছদ কাহিনী গন্তব্য 'আমেরিকা-জাপান', প্রতিবেদনটি একাধিকবার পড়লাম। এমন মূল্যবান তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রবাসজীবন বাঙালি জাতির জীবনে অনেক কষ্টের। দুঃখ-কষ্ট-বেদনা, আশা-নিরাশা নিয়েও প্রবাসীরা ভালো থাকে। পেছনে ফিরে যাবার বা ফিরে তাকানো আর অনেকের ইচ্ছে হয় না। দেশের জন্য মন কাঁদে। অনেকে যৌবনের সময়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল জীবনের আশায় চলে যান মার্কিন মুল্লুকে। অথচ কাউকেই সময় দেবার মতো সুযোগ নেই। তারা সবাই যেন ডলার নামক সোনার হরিণের পেছনে অবিরাম ছুটছে। অনেকে সচ্ছল হয়ে দেশে ফিরে আসেন, অনেকে পারেন না। ইমিগ্রান্ট হবার নেশায় অনেকে দেশে ফিরে আসেন না।
গ্রিন কার্ডের আশায় আশায় অনেকে পড়ে আছেন দীর্ঘদিন। অনেকে দেশে ফিরে এসে বেকার হয়ে পড়ে আছেন। সব মিলে প্রবাস জীবন সুখের নয় এবং মধুময় নয়। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা দায়।

ডাড়লী/আমজাদ হোসেন
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

আগামী প্রজন্ম

সন্ধ্যা ৮টা, লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে রিকশায় উঠতে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন হাত চেপে ধরল। ফিরে তাকাতেই একটি ১০ বছরের মেয়ে বলে ওঠে 'আফা দুইঠা টাহা দেন না, দেন না আফা দুইটা টাহা'। শিশু অধিকার দিবসের র‍্যালি, সেমিনার, বক্তৃতা নতুন কোনো আয়োজন নয়। এরাই আগামী প্রজন্ম, এদের কি আমরা কখনোই সত্যিকারের মানুষ হিসেবে দেখতে পাবো না? নাকি আজীবন এদের ভিক্ষুক, টোকাই হিসেবে দেখে যাব? সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রিয় পাঠক ভক্ত, আসুন, আমরা সবাই আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু একটা করার শপথ করি।

হ্যাপী
টঙ্গী, গাজীপুর

ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম

আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে এইচএসসি'র পরেই সকলে তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্বাচন করে। এ জন্য তাদেরকে 'ভর্তি যুদ্ধে' অবতীর্ণ হতে হয়। এ ভর্তি যুদ্ধের নিয়মের কিছু জটিলতা রয়েছে। প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম হল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের যথাক্রমে ৪% ও ৬% যোগ করে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাদের এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো স্কোর থাকে তারা সহজেই ভালো সাবজেক্টে চান্স পায়। পক্ষান্তরে যাদের স্কোর কম তারা পরীক্ষায় ভালো করলেও ভালো স্কোরারদের পেছনেই থাকতে হয়। অনেক মেধাবী ছাত্র আছে যারা হঠাৎ করেই খারাপ করে ফেলে এবং তাদের স্কোর স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এক্ষেত্রে ৪% ও ৬% পদ্ধতি বাতিল করে ১% করা যেতে পারে।

মোঃ আহসান উল্লাহ
শাবিপ্রবি, সিলেট

এই শিক্ষা বর্ষে

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভালো কথা। কিন্তু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর কয়টি ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়? যারা যাচ্ছে তারাও এবার পাবে না কোনো বই। আর পেলেও কেটে যাবে শিক্ষা বছরের কয়েক মাস। সরকার ব্যস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে, বিভিন্ন সড়ক, সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে, সামনের নির্বাচন নিয়ে। যে শিশুটির পেটে ভাত নেই, শীতে বস্ত্র নেই, সে কতটুকু আন্তরিক হবে তিনমাস পরে বই নিয়ে পড়তে বসতে? পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যেখানে প্রত্যন্ত গ্রামে ইন্টারনেট, ই-মেইল-এর সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছে সেখানে আমরা পারছি না শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বই বিতরণ করতে। সরকার এবং সরকার প্রধানকে মনে রাখতে হবে তারা যখন ক্ষমতায় আসে তখন তারা কোনো দলের প্রতিনিধি থাকে না– তারা প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র জনগণের, সমস্ত জাতির। দেশকে সামনে টেনে নেবার দায়িত্ব সরকারের।

রেজওয়ানুল হক শোভন
ঢাকা-১২০৯

মাত্র দুটি কবিতা

প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং বিস্তর গান লিখেও বাঙালির প্রিয় মানুষ রবীন্দ্র-নজরুল মূলত কবি। বনলতা সেন-এর জীবনানন্দ ও সুজনবাদিয়ার ঘাটের জসীমউদ্‌দীন জীবনেরই কবি। বেগম সুফিয়া কামাল, মধুসূদন জীবনভর কবি। সুকান্ত-রুদ্র কবিতার উত্তাপে তাতিয়েছেন জীবন। এই প্রবহমান ধারায় আজও কবিতার শব্দে শব্দে সুকুমারবৃত্তির মানুষ নির্মাণ করছে সমাজ, সংগ্রাম, সংস্কৃতি, সভ্যতা। তবে কেনো কবিতার জন্যে বাঙালির পত্রিকা হয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর এক রত্তি দরদও নেই! বিনোদন বিভাগে এফডিসির অখ্যাত সিনেমার প্রচার ও ঢালাওভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ছবিগুলো না ছাপিয়ে নিদেন পক্ষেদুটো কবিতাতো দেয়া যায়। বিশ্বাস করুন, নষ্ট রাজনীতি আর ভ্রষ্ট এফডিসির মগজ ধোলাই হতে আমরা নিষ্কৃতি চাই। দেবেন কি ফুলের মতো দুটি কবিতা; প্রতি সপ্তাহে মাত্র দুটো। ২০০০ ভক্ত হিসেবে এটুকু দাবি করা কি অন্যায়?

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ
Jeddah, Saudi Arabia.

মা দ্রা সা শি ক্ষা

একটা সময় ছিল পরিবারের ভালো সন্তানেরা যেত মাদ্রাসায় ধর্ম শিক্ষার জন্য। এখন মাদ্রাসায় যায় বখে যাওয়া, পড়ায় অমনোযোগী ছেলেরা। অভিভাবকরা কখনো অল্প বয়সে ছেলেকে পাঠায় পাকামো বন্ধ করার জন্য (শাস্তিস্বরূপ)। এভাবে অধিকাংশ ছাত্র মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি আদব লেহাজ শিক্ষা নেবার জন্য। এখন মূলত এসব ছাত্ররা মাদ্রাসার ছত্রছায়ায় নির্মম রাজনীতির শিক্ষা নিচ্ছে, রাজনীতিতে রগকাটা, চোখ উপড়ানোর তালিম নিচ্ছে, তালেবান স্টাইলে। জন্ম দিচ্ছে উগ্র মৌলবাদ। এরাই সমাজে নানা ধরনের ফতোয়া দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এরাই গোলাম আযম-নিজামী-সাঈদীকে ঈমানদার বানিয়েছে। ক'দিন আগে শুনলাম সুরা বাকারায় নাকি সকল ধরনের ফতোয়াবাজি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এরাই বলছে এটা বৈধ! কারণ তা না হলে দোররা মেরে অত্যাচার করে বিকৃত তৃপ্তি লাভ করা যাবে না, সমাজে কেউ এদের দ্বারস্থ হবে না। ধিক এদের। ধর্ম নিয়ে ব্যবসার এইসব ব্যবসায়ী আর যাতে তৈরি না হতে পারে সে জন্য দাবি জানাচ্ছি একটি ইউনিফর্ম শিক্ষাব্যবস্থা চালুর। মাদ্রাসা নামক ভিন্নধারার একক কোনো ব্যবস্থার বৈধতা বাতিল করা হোক। কারণ আমরা ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামো চাই না, চাই মানবতা।

প্রিন্স, পাঠক গোষ্ঠী ২০০০, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি, ঢাকা

ডাকযোগে ফোরাম ২০০০-এ চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

পু স্ত ক প্র কা শ ক দে র ভূ মি কা

১১ তারিখ রোববার রাতে একুশে টিভিতে বই সংকটের ওপর একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম। প্রশ্নের জবাবে বোর্ডের চেয়ারম্যান জানালেন, পুস্তকা সর্বনিম্ন দরপত্র দিয়েছিলো বলে তাদের কাজটি দেয়া হয়। পুস্তকা প্রদত্ত সর্বনিম্ন দরপত্র অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশক সমিতিকে কাজ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তারা নির্ধারিত সময়ে যোগাযোগ করেনি। ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিলম্বে বই পৌঁছানোর কতোগুলো কারণের মধ্যে প্রকাশক সমিতির নেতিবাচক ভূমিকা অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হয়। তারা নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে, যাতে সময় মতো বই ছাড়া সম্ভব না হয়। প্রকাশক সমিতি যারা নানাভাবে সাংবাদিকদের নেতিবাচক তথ্য দিয়ে সাংবাদিকদের উসকানি দিচ্ছে অতীতে এই সমিতি জুনের পরেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছিয়েছে সে প্রমাণও আছে বলে জানান। এই পুস্তক প্রকাশক সমিতি ৯৯ টাকা করে দরপত্র দিয়েছিলো যা পুস্তকার দরপত্রের দ্বিগুণ প্রায়। প্রকাশক সমিতি কাজ দিলে ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হতো গার্জিয়ানদের বই কেনা বাবদ। একুশের প্রতিবেদনটি শুনে মনে হয়েছে পুস্তক প্রকাশকরা নানা কৌশলে বোর্ডের বইয়ের কাজটি নিজেদের হাতে রেখে সরকারি অর্থের হরিলুট করতে চায়।

ইউসুদ খোকন, পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, ঢাকা